যুগান্তর

21 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ২৭ ... ৮

চিন্তায় স্মরণশক্তিতে নারীরা পুরুষের চেয়ে এগিয়ে

শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে একজন নারীকে যেভাবে সাংসারিক কাজকর্মের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সে রকম গুরুত্ব দেয়া হয় না মোটেই। অথচ একজন ছেলের পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করে লেখাপড়া শেখায় উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে প্রতিনিয়তই। অনেকে সহায়-সম্বল বিক্রি করেও ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্য। পরিবারের ধারণা নারীর জন্য শুধু ঘরসংসার, সন্তান জন্মদান, লালন-পালন ও স্বামী সেবা করার জন্যই। সংসারের পরিধির বাইরে নারীর পদচারণা যেন অবাঞ্ছিত। তাদের ধারণা লেখাপড়া শিখে মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে চলে যাবে এবং তারা চাকরি করলে সে অর্থও পাওয়া যাবে না। সুতরাং মেয়েকে শিক্ষিত করার জন্য ব্যয়িত অর্থ ওই শ্রেণীর অভিভাবকদের কাছে অপব্যয়ের শামিল। তাদের এ ধারণাও রয়েছে যে, মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে গেলে মেয়ের বয়স বেড়ে যাবে, যার ফলে তাদের বিয়ে দিতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হবে। অথবা উচ্চশিক্ষিত মেয়ের জন্য যোগ্য ছেলে পাওয়াও মুশকিল হবে। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নাজুকতার জন্য এদেশের অধিকাংশ অভিভাবকই মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারেন না। আর শিক্ষাবঞ্চিত এ নারীরা তাদের আগের অনুসারীদের ধারাবাহিকতাই বজায় রাখে তাদের জীবন পরিচালনায়। দেখা গেছে, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার ৪১ শতাংশ এবং একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে এ হার ১৫ শতাংশে নেমে আসে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে মেয়েদের অংশগ্রহণ একেবারেই কম। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশ বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং সর্বোপরি অন্ধ সামাজিক বন্ধন নারীর এসব শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ।

অথচ পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের স্মরণশক্তি আর চিন্তাশক্তি অনেকগুণ বেশি। সাম্প্রতিককালে এক গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভাবস্থায় মেয়েদের স্মরণশক্তি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এ সময় তারা খুব সহজেই নতুন কিছু শিখতে পারে। মূলত গর্ভাবস্থায় মেয়েদের শরীর থেকে যে বিশেষ ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় তা মেয়েদের স্মরণশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া নিজ গর্ভে প্রজন্ম প্রতিপালনের প্রক্রিয়াটি একই সঙ্গে মেয়েদের মেধাকেও শাণিত করে, যা তাদের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে। শুধু তাই নয়, ধৈর্য, সহনশীলতা আর স্থির বুদ্ধিতে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের যদি উপযুক্ত সুযোগ করে দেয়া যায় তাহলে পুরুষদের থেকে তারা অনেকাংশে এগিয়ে যেতে পারে।

অফিসে কর্মরত নারী

এবার আমাদের দেশে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় আমাদের নারীর অবস্থান নিয়ে আলোকপাত করা যাক। ১৯৯৭ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক উপাত্ত থেকে জানা যায়, ভোকেশনাল কারিগরি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে এসএসসি কারিগরি শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থী ৫ হাজার ৮২৫ জনের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৯৬ জন। টেকনিক্যাল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসএসসি কারিগরি শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থী ৫ হাজার ১২৫ জনের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ১৪৪ জন। সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্সে মোট শিক্ষার্থী ১৭ হাজার ৩৯ জনের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১ হাজার ২০০ জন। সরকারি বাণিজ্যিক ইন্সটিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্সে মোট শিক্ষার্থী ৪ হাজার ১৬২ জনের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা মাত্র ৬৯৬ জন। অতএব উপরের উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রধান প্রধান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে মেয়েদের অংশগ্রহণ ৩ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ এসব কারিগরি কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি উপযোগী। কেননা কারিগরি কাজকর্মে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি, ধৈর্য ও সহনশীলতা, যা পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যেই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিটি জাতির শিক্ষার ওপরই নির্ভর করে তাদের জীবনের গতি-প্রকৃতি। দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় এ কথা অনস্বীকার্য। কেননা স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এ দেশের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম ছিল বলেই এ দেশের মানুষ আজ অবধি একটি সুসভ্য এবং কর্মঠ জাতি গঠন করতে পারেনি, অর্থনৈতিক অবস্থারও কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। বিশ্বে এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে সম্পদের প্রাচুর্য না থাকা সত্ত্বেও নারী-পুরুষ একাত্ম হয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে বিশ্বের দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অথচ আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বে উন্নত জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বহীনতার পাশাপাশি নারী শিক্ষায় পশ্চাৎপদতা। সুতরাং জাতি গঠন ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে শুধু পুরুষকেই শিক্ষিত হলে হবে না, নারীকেও শিক্ষিত হতে হবে। যুগে যুগে মনীষীরা নারী শিক্ষার গুরুত্বের ব্যাপারে একমত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বহুভাষাবিদ ও সুপণ্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন– The nation that emphasises on the female education becomes successful in the battle of life. জাতি গঠনের লক্ষ্যে বিখ্যাত দার্শনিক Plato তার Republic নামক গ্রন্থে লিখেছেন– Woman is an indispensable part of the mankind who must complete their role to vibrate common interest. সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছিলেন– 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।' নেপোলিয়নের যথার্থ এ উক্তিটি থেকে এটা বেশ স্পষ্ট যে, একজন শিক্ষিত মা'ই পারেন সন্তানকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে। সুতরাং জীবনযুদ্ধে সফলতা ও জীবনের সব প্রতিকূলতাকে জয় করার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব পরিবারের প্রত্যেক বাবা-মায়ের উচিত সন্তান ছেলে না মেয়ে এসব চিন্তা না করে উভয়কেই শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে সুসভ্য ও আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলা।

রেজিয়া বেগম